প্রথম আলো

তারিখ 27 NOV 2017
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৬

ডাকসু নির্বাচনের দাবিতে আকস্মিক নিঃসঙ্গ অনশন

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক ●

মাথায় হ্যাট, ঘাড় পর্যন্ত লম্বা চুল, মলিন টি-শার্ট পরনে। এই বেশে মধ্যবয়সী এক ব্যক্তি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের দাবি জানাচ্ছেন একা। অনশনে বসেছেন তিনি। আগাম ঘোষণা না দিয়ে হুট করে। বলছেন, ডাকসু নির্বাচনের উদ্যোগের ঘোষণা না শুনে যাবেন না।

অনশনকারী নিজের নাম বলেছেন ওয়ালিদ আশরাফ। দাবি করেছেন, তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটে সন্ধ্যাকালীন কোর্সের শিক্ষার্থী। অনশন করছেন স্মৃতি চিরন্তনে (উপাচার্যের বাসভবনের সামনে) বসে। সঙ্গে কাঁথা-বালিশ-ব্যাগ ছাড়াও আছে একটি পুরোনো সাইকেল। সাইকেলের সামনে বাংলাদেশের লাল-সবুজ পতাকা টানানো। সাইকেলের সামনের দিকে লেখা 'স্বাধীনতা ০ কিলোমিটার' ও 'চাই ৭২-এর সংবিধান'। এক পাশে বেতের ঝুড়ি। বেশ কয়েকটি রঙিন কাগজে লিখে এনেছেন, ডাকসু নির্বাচনের দাবিতে অনশন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষার্থী *প্রথম আলোকে* বলেন, গত শনিবার বিকেল পাঁচটার দিকে তিনি অনশনে বসেছেন। সারা রাত সেখানেই ছিলেন। তাঁকে এমন অবস্থায় দেখে ছবি তুলে কেউ কেউ ফেসবুকে দিয়েছেন। রাতভর কিছু সঙ্গীসাথি জুটেছে। তাঁদের সঙ্গে গল্প করে, আড্ডা দিয়ে অনশন চালিয়ে যাচ্ছেন ওয়ালিদ আশরাফ।

গতকাল রোববার বিকেলে স্মৃতি চিরন্তনে গিয়ে দেখা গেল, দুজন শিক্ষার্থীর সঙ্গে কথা বলছেন ওয়ালিদ। তাঁদের ডাকসুর প্রয়োজনীয়তার কথা বোঝাচ্ছেন। এই প্রতিবেদক নিজের পরিচয় দিয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, এখান দিয়ে প্রশাসনিক ভবনের শিক্ষকেরা সবাই চলাচল করেন। তাই অনশনের জন্য এই জায়গা বেছে নিয়েছেন।

ওয়ালিদের ভাষায়, দেশের মানুষ ডাকসুর জন্য ২৭ বছর ধরে অপেক্ষা করছে। বর্তমান উপাচার্য এর আগে সহ-উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি প্রশাসনিক বিষয়গুলো ভালো বোঝেন। তিনি দ্রুততম সময়ের মধ্যে নির্বাচন দিতে পারবেন। নির্বাচনের ঘোষণা না আসা পর্যন্ত তিনি অনশন চালিয়ে যাবেন। উপাচার্য বা প্রশাসনের কারও সঙ্গে তিনি কেন দেখা করছেন না, এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ২৭ বছর ধরে সবাই আশ্বাস দিচ্ছেন। কোনো কাজ হচ্ছে না।

ওয়ালিদ আশরাফ নিজেকে পর্বতারোহী হিসেবে পরিচয় দেন। তিনি জানান, বেশির ভাগ সময় সাইকেল নিয়ে তিনি ঘুরে বেড়ান। বাসা রাজধানীর মধুবাগ এলাকায়। মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয় থেকে এসএসসি, নটর ডেম কলেজ থেকে এইচএসসি ও সিদ্ধেশ্বরী ডিগ্রি কলেজ থেকে স্নাতক করেছেন। তবে তাঁর এসব দাবির কোনোটিই *প্রথম আলো* নিশ্চিত হতে পারেনি।

যোগাযোগ করা হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক এ কে এম গোলাম রব্বানী *প্রথম আলোকে* বলেন, ডাকসু শিক্ষার্থীদের গণতান্ত্রিক একটি দাবি। যে কেউ এই দাবি জানাতে পারে। তাদের সবাইকে স্বাগত। তবে অনশন যেকোনো আন্দোলনের শেষ ধাপ। কেউ যদি কোনো কিছুকে যুক্তিযুক্ত মনে করেন, তবে প্রথমে প্রশাসনের কারও সঙ্গে কথা বলতে পারেন। তখন কোনো সমাধানে না এলে পরে তাঁর মতো কর্মসূচি দিতে পারেন।

রাতে স্মৃতি চিরন্তনে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি তুহিন কান্তি দাসকে দেখা গেছে। জানতে চাইলে তিনি *প্রথম আলোকে* বলেন, 'আমরাও তাঁকে চিনি না, জানার চেষ্টা করছি। তাঁর সঙ্গে কথা বলে যেটা বুঝলাম, তিনি ব্যক্তিগত উদ্যোগে এখানে এসেছেন। তিনি অনুধাবন করেছেন, ডাকসু নির্বাচন ছাড়া বর্তমান পরিস্থিতি থেকে উত্তরণ সম্ভব নয়। তাঁর এই অনুধাবনকে আমরা শ্রদ্ধা জানাই। এই সাহসী সিদ্ধান্তের কারণে তাঁকে অভিনন্দনও জানাই।'

ডাকসু নির্বাচনের দাবিতে অনশন করছেন এই যুবক ● প্রথম আলো